একান্ত ভাবনা

নুরুল ইসলাম বিএসসি

দলীয় ক্যাডার যদি ভিসি হয়

আমি আগের কয়েকটি লেখায় বলেছিলাম বাংলাদেশে গণতন্ত্রের সংকট চলছে। এখানে ব্যক্তিস্বাধীনতা পুলিশের রজ্জুতে বন্দী। পুলিশ ঘর থেকে ডেকে নিয়ে, নির্যাতন করে প্রাণ সংহার করে। রিমান্ডের নামে কি হয় সকলের জানা থাকলেও এর প্রতিকারে কেউ এগিয়ে আসেন না। ক্ষমতার বাইরে থাকলে এক রকম কথা বলেন, ক্ষমতায় যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভিন্ন সুরে কথা হয়। এ এক বিচিত্র খেলা, এ এক বিচিত্র জগৎ!

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শামসুন্নাহার হলের ছাত্রীদের পুলিশ লাঠিপেটা করেছে। খবরে প্রকাশ, নিশিথ রাতে পুরুষ-পুলিশ ছাত্রীদের হলে ঢুকে রুমে রুমে তাণ্ডব চালিয়েছে। কারো চুলের ঝুঁটি ধরে টানাটানি করেছে, কারো কারো ওড়না। এ এক বর্বর আচরণ! এ ঘটনায় সরকারি দলের মানুষজন কী ভাবছেন জানার সুযোগ হয়নি, তবে বাংলাদেশে প্রশাসনের বিবেক অবৈধ লেনদেনের আঘাতে অনেক আগেই মরেছে, এটা নিশ্চিত বলা যায়। যাদের অবৈধ কাজকে নিয়ন্ত্রণ করার কথা, বেআইনি কাজকে বাধা দেওয়া যাদের দায়িত্ব তারা আকণ্ঠ অপকর্মে লিপ্ত। কে করবে উদ্ধার, কে ধরবে আইনের রশি? দিনদিন আমরা মৃত্যুর দুয়ারের দিকে এগুচ্ছি।

ওই ঘটনা নিয়ে আমি একটু পরেই কথা বলবো। তার আগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি মশাইয়ের মিথ্যার 'গাট্টি'-র খোঁজ নিয়ে দেখা যাক তিনি কোথায় অবস্থান করছেন।

বলে রাখি, ভিসিকে মানুষ সত্য ও ন্যায়ের প্রতীক, জাতির বিবেক ও অত্যন্ত ন্যায়নিষ্ঠ মানুষ বলে গণ্য করেন। ভিসি এমন ব্যক্তি হন, যিনি চরিত্রে, আদর্শে সবার, বিশেষ করে ছাত্র সমাজের, অনুকরণীয় ব্যক্তিত্ব। তিনি সবার কাছে দেবতাতুল্য। ছাত্রছাত্রীরা ভিসিকে সামনে রেখে জীবনের আদর্শ ও নির্দিষ্ট লক্ষ্য নির্ধারণ করে। আমাদের বিচার্য হবে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসির এ সকল গুণাবলী আছে কিনা। সত্যিকার অর্থে তিনি পণ্ডিত কিনা।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি, ঘটনার পর দিনই, সকালে উঠে মিথ্যা দিয়ে পুলিশের পক্ষ নিয়ে কথা বলা শুরু করেন। প্রথমে বলেন, মহিলা পুলিশই অপারেশন চালিয়েছে। অথচ ঢাকার সকল পত্রপত্রিকা সচিত্র প্রতিবেদন প্রকাশ করে বলেছে যে, পুরুষ-পুলিশই রাতে তাণ্ডব চালিয়েছে। একটা মিথ্যাকে প্রতিষ্ঠিত করতে ভিসি সাহেব আরো মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে নিজের আসনকে কলুষিত করেছেন। কথা হলো, ভিসি সাহেবের যেখানে ছাত্রীদের পক্ষ নিয়ে অন্যায়ের বিরুদ্ধে কথা বলার কথা, সেখানে তিনি পুলিশের পক্ষ নিলেন কোন রহস্যাবৃত কারণে? তাহলে ধরে নিতে হয় তিনি

নিজেই এ সমস্ত কাণ্ড-কারখানা ঘটিয়েছেন। খবরে প্রকাশ, ছাত্রীহলে যখন তাণ্ডব চলছিল তখন ভিসি সাহেব বহিরাগত ছাত্রীদের সঙ্গে নিয়ে মনিটরিং করেছিলেন।

চুলার মুখ দিয়ে ছাই ছাড়া স্বর্ণ আশা করা যায় না। দলীয় ক্যাডার ভিসিকে দিয়েও বেশি কিছু আশা করা বৃথা। দলবাজি করে যারা ভিসি হন, দলীয় স্বার্থে তাদের হয় মিথ্যা বলতে হয়, নতুবা সত্য থেকে পালিয়ে বেড়াতে হয়। ছাত্রছাত্রীদের পক্ষে কথা না বলার অঙ্গীকারেই তিনি হয়তো ভিসির পোস্টটি পেয়েছেন। দলবাজ ভিসির এ প্রবণতা যদি অব্যাহত থাকে তবে পণ্ডিত ব্যক্তির জন্ম না হয়ে সন্ত্রাসী, মস্তান জন্ম হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি থেকে যাবে। সেদিন বেশি দূরে নয়, নাম করা সন্ত্রাসী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি নিযুক্ত হয়ে যেতে পারে।

চুলার মুখ দিয়ে ছাই ছাড়া স্বর্ণ আশা করা যায় না। দলীয় ক্যাডার ভিসিকে দিয়েও বেশি কিছু আশা করা বৃথা। দলবাজি করে যারা ভিসি হন, দলীয় স্বার্থে তাদের হয় মিথ্যা বলতে হয়, নতুবা সত্য থেকে পালিয়ে বেড়াতে হয়।

এ কোন প্রশাসন, কোন মগের মুল্লুকে আমরা বসবাস করছি। অতীতে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়েও অনুরূপ ঘটনা ঘটেছে। ইদানীং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দলবাজ ভিসি নিযুক্তি পাচ্ছে। আমাদের যাওয়ার প্রয়োজন সামনের দিকে, অথচ আমরা ভূতের মতো পিছনে হাঁটছি। আসলে আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রকৃত শিক্ষা ব্যবস্থা চালু রাখতে চাই, নাকি দলীয় রাজনীতির প্রসার ঘটাতে চাই — সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় বয়ে যাচ্ছে।

এবার আসা যাক মূল আলোচনা নিশিথ রাতের অপারেশনের কথায়। পাকিস্তান আমলে নির্যাতন হয়েছে; অত্যাচার হয়েছে। ছাত্রী হলে পুরুষ ঢুকে তাণ্ডবের ঘটনা এটাই প্রথম। এ ঘটনা গোটা জাতির বিবেককে নাড়া দিয়েছে। পুলিশ নিজস্ব উদ্যোগে এমন কাণ্ড ঘটাতে পারে কেউ বিশ্বাসই করে না। কেউ না কেউ এর পিছনে, পর্দার অন্তরালে আছে; তার মুখোশ উন্মোচিত হোক আর না হোক, ক্ষমতাসীন দলকে এই ঘটনা মানবতার কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছে।

যারা বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখাপড়া করতে আসে, বিশেষ করে মেয়েরা, তাদের পরিবারের কিছু না কিছু ব্যাকগ্রাউন্ড আছে। তাদের অনেকেই সমাজে প্রতিষ্ঠিত মানুষ। তাদের মেয়েদের প্রতি সরকারের আচরণ সমাজকে ঝাঁকুনি দিয়েছে। ওই লেবেলে সরকারের যোগ্যতা নিয়েও কথা উঠছে। পুলিশ বা যে কেউ এ ঘটনা ঘটাক, তারা নিজেদের ঘরেই আগুন দিয়ে উল্লাস প্রদর্শন করছে। কিন্তু একটু গভীরে গিয়ে চিন্তা করলে বুঝা যাবে, আন্দোলনের যে বীজটা তারা রোপণ করলো, তা আলো-বাতাস পেয়ে একদিন না একদিন অঙ্কুরিত হবেই। এ ঘটনার ঢেউ এক জায়গায় বসে থাকবে না, সমগ্র দেশে আঘাত হানবে। পুলিশ যতো বাড়াবাড়ি করছে, সরকার যতোই স্ক্রু টাইট দেওয়ার চেষ্টা করছে, মানুষের মন ততোই বিষিয়ে উঠছে। সত্যি বলতে কি, পুলিশি অ্যাকশন আপাত দৃষ্টিতে সরকারের পক্ষে কাজ করছে মনে হলেও প্রকারান্তরে বিরোধী দলের কার্যক্রমকে বিকশিত হতে ও শক্ত অবস্থানে দাঁড় করাতে সাহায্য করছে। সরকারে যারা আছেন তারা ঘটনা কোন দিকে নিয়ে যান, ভবিষ্যতে তা দেখার বিষয় হবে।

নুরুল ইসলাম বিএসসি : রাজনীতিবিদ, কলাম লেখক।